তারিখ ... 24 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

কালের কণ্ঠ

চবির কমিটিতে তড়িঘড়ি খোঁজ নেই দক্ষিণ জেলার

নুপুর দেব, চট্টগ্রাম ▷

নিজেদের মধ্যে অন্তঃকোন্দল ও সংঘাতে গত তিন বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের অন্তত পাঁচ নেতাকর্মী খুন হয়েছে। সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা ও খুনোখুনির কারণে ২০১৪ সালের ১০ জুন থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আড়াই মাসের ব্যবধানে ছাত্রলীগের এই দুই শাখা কমিটি বিলুপ্ত করেছিল কেন্দ্রীয় কমিটি।

দলীয় সূত্রগুলো বলছে, ২৫ ও ২৬ জুলাই ঢাকায় ছাত্রলীগের ২৮তম জাতীয় সম্মেলনের আগে তড়িঘড়ি করে গত ২০ জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নতুন কমিটি (আংশিক) ঘোষণা করা হয়েছে। আগের কমিটি বিলুপ্ত করার ১৩ মাস পর নতুন এই কমিটি করা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কমিটি গঠন করা হলেও প্রায় ১১ মাস আগে বিলুপ্ত হওয়া চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের কমিটি এখনো গঠন করা হয়নি।

সূত্রগুলোর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতাদের একটি সিন্ডিকেট নিজেদের মনোনীত ও অনুসারীরা যেসব শাখায় আছে কেবল সেসব শাখায়ই তড়িঘড়ি করে নতুন কমিটি (আংশিক) ঘোষণা করছে। গত তিন দিনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ২৮ থেকে ৩০টি কমিটি ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। নিজেদের নেতাকর্মীকে কাউন্সিলর করে জাতীয় সম্মেলনে তাদের পছন্দমতো নেতৃত্ব নির্বাচিত করার উদ্দেশ্যেই এ কাজ করছে ওই সিন্ডিকেট। আর দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের কমিটি গঠন না করায় সেখানকার ১৬টি ইউনিটের নেতাকর্মীরা কাউন্সিলর মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জানা যায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হলেও গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়নি। অথচ সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ ২৫ জন কাউন্সিলরের একটি তালিকা ইতিমধ্যে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে কথা বলতে গতকাল রাতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলমের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁদের কেউ ফোন ধরেননি। পরে এসএমএস পাঠানো হলেও কোনো জবাব আসেনি।

জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি রিয়াজ উদ্দিন সুমন কালের কণ্ঠকে বলেন, ছাত্রলীগ বৃহৎ সংগঠন। এ সংগঠনের বিরুদ্ধে ছোটখাটো অভিযোগ থাকতে পারে। সব অভিযোগ যে সত্য তা নয়।

ঢাকায় ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলন শুরু কাল

নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত করার সব প্রস্তুতি চূড়ান্ত। তবে সব কিছু নির্ভর করছে নেত্রীর ওপর। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক শেখ রাসেল গতকাল বিকেলে কালের কণ্ঠকে বলেন: 'জাতীয় সম্মেলনের আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিসহ গত তিন দিনে সারা দেশে ২৮-৩০টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্মেলনের আগে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের কমিটি হবে না।' তবে কী কারণে কমিটি করা হচ্ছে না তা বলতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের বিলুপ্ত কমিটির একাধিক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, জাতীয় সম্মেলনের আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি হলেও দক্ষিণ জেলার মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ইউনিটে কমিটি না হওয়াটা দুঃখজনক। দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের অধীনে সাতটি উপজেলা, চারটি পৌরসভা, চারটি সরকারি কলেজ ও নগরের একটি থানা রয়েছে। এই ১৬টি ইউনিট দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রণ করে। ১১ মাস ধরে জেলা কমিটি বিলুপ্তির কারণে ইউনিটগুলোতেও বিশৃঙ্খলা চলছে। দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের প্রভাবশালী এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ থেকে কাউন্সিলরের নাম পাঠানো হয়েছে। এখনো পর্যন্ত দক্ষিণ জেলাকে এ ব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি। মনে হচ্ছে এবারও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব আসবে। সিন্ডিকেটের কারণে কেন্দ্রীয় নেতারা তাঁদের পছন্দমতো সাংগঠনিক শাখাগুলোতে কাউন্সিলর করছেন। তাঁরা মনে করছেন, দক্ষিণ জেলা থেকে কাউন্সিলর এলে তাঁরা ভোট নাও দিতে পারেন।

চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি গতকাল বিকেলে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রের উল্লেখ আছে, সমঝোতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব না আসলে কাউন্সিলরদের ভোটে নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে। যেকোনো একটিতে হলে আমাদের আপত্তি নেই।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক এইচ এম ফজলে রাব্বি সুজন বলেন, 'তৃণমূল থেকে ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতা নেতৃত্বে আসলে সারা দেশে ছাত্রলীগ আরো সুসংগঠিত হবে। এ ব্যাপারে সভানেত্রী যে সিদ্ধান্ত দেবেন তা চূড়ান্ত।'

প্রসঙ্গত, জানা যায়, ২০১০ সালের ১৯ এপ্রিল আবদুল মালেক জনিকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়। দলীয় অন্তঃকোন্দলে ২০১৩ সালের ৪ জানুয়ারি নগরের আন্দরকিল্লা এলাকায় সাংগঠনিক কার্যালয়ে জনিকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করে ছাত্রলীগের আরেক পক্ষের নেতাকর্মীরা। ৮ জানুয়ারি ঢাকায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক আবু সাদাত সায়েম ও দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ফরহাদুল আলম, মহিউদ্দিন মহি ও আবু জাহিদকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। ২০১৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি যুগ্ম আহ্বায়ক সালাউদ্দিন সাকিবকে আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর গত বছরের ৩১ আগস্ট ঢাকার সোহরাওয়ার্দীতে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সমাবেশ শেষে চট্টগ্রামে আসার পথে ট্রেন থেকে চার কর্মীকে ফেলে দেওয়া হয়। এতে তৌকিরুল ইসলাম নামের ছাত্রলীগের এক কর্মী নিহত হন। তিন বছরের মাথায় দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের দুই নেতাকর্মী খুনের পর গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর কমিটি বিলুপ্ত করা হয়।

এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের অন্তঃকোন্দলে তাপস সরকারসহ গত তিন বছরে তিন নেতাকর্মী খুন হয়। সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা ও অন্তঃকোন্দলের কারণে গত বছর ১০ জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত করা হয়।

সম্মেলন ঘিরে ট্রেনে অতিরিক্ত বগি : ছাত্রলীগের ২৮তম জাতীয় সম্মেলনে চট্টগ্রাম থেকে ছাত্রলীগের চার সাংগঠনিক ইউনিটের দেড় হাজারের বেশি নেতাকর্মী যোগ দিচ্ছে। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের জন্য পূর্বাঞ্চল রেলের চট্টগ্রাম রেলস্টেশন থেকে বিভিন্ন ট্রেনের অতিরিক্ত আট-দশটি বগি সংযোজন করা হচ্ছে। আজ শুক্রবার রাত ১১টায় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর ট্রেন তূর্ণা নিশীথার পাঁচ-ছয়টি বগিতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা যাবে। সাধারণত ১৭টি বগি নিয়ে এই ট্রেন চলাচল করে। এবারের ঈদে ছিল সর্বোচ্চ ২০ বগি পর্যন্ত। আজ রাতে যাবে ২২ বগি নিয়ে। এ ছাড়া আজ বিকেল ৩টায় মহানগর গোধূলি ও ঢাকা মেইলে এক থেকে দুটি বগি অতিরিক্ত লাগানো হচ্ছে। এর বাইরে সড়কপথেও যাচ্ছে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী।